দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 11 JUN 1994
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

145

কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁসের রহস্য উন্মোচন হইতেছে

কুমিল্লা সংবাদদাতা ।। কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রকৃত তথ্য প্রকাশ হইতে শুরু করিয়াছে। বেশীর ভাগ তথ্যেই মুদ্রণ স্থলই প্রশ্নপত্র ফাঁসের উৎস বলিয়া ধারণা করা হইতেছে।

এইবারের কুমিল্লা বোর্ডের এস এস সি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রথম ঘটনা ধরা পড়ে লক্ষ্মীপুর জেলার দত্তপাড়া কেন্দ্র এলাকায়। সেখানে ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের ফাঁস হওয়া প্রশ্নপত্র হাতে লিখা ও ফটোষ্ট্যাট কপিসহ পুলিশ হারু চন্দ্র দাস নামক এক-জনকে গ্রেফতার করে। জানা যায়, ধৃত হারু চন্দ্র দাস পুলিশের নিকট দেওয়া জবানবন্দীতে স্বীকার করিয়াছে যে সে নোয়াখালী জেলার চাটখিল থানার খিলপাড়া গ্রামের সরকারী মুদ্রণালয়ের জনৈক কর্মচারীর নিকট হইতে প্রশ্নপত্রের কপি সংগ্রহ করিয়াছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পাইয়া কুমিল্লা বোর্ড কর্তৃপক্ষ জরুরী ভিত্তিতে ডেপুটি কমিশনারদের সহযোগিতায় ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর জেলা ট্রেজারিতে রক্ষিত প্রশ্নের প্যাকেট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, রাঙ্গামাটি জেলার কাওখালী থানার নোয়াপাড়া কেন্দ্রে ইংরেজী দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষার সময় সীলগালা করা প্যাকেটে তিনশত প্রশ্নপত্রের স্থলে দুই শত আশি কপি প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়। ইহা ছাড়াও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার আখাউড়া রেলওয়ে সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে সমাজ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষার সময় পাঁচশত সমাজ বিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের প্রশ্নপত্রের প্যাকেটে দুইটি হিন্দু ধর্মের প্রশ্নপত্র পাওয়া যায়। এই কেন্দ্রের ৬ নম্বর কক্ষে প্রশ্নপত্র বিলির সময় এই ঘটনা ধরা পড়ে।

ভূগোল পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্রের ফটোকপি বিক্রয়ের সময়

(৪থ পৃঃ দ্রঃ)

কুমিল্লা বোর্ডের প্রশ্নপত্র

(৩য় পৃঃ পর)

কুমিল্লার কোতয়ালী পুলিশ এই থানার ডুমুরিয়া গ্রামের মিজানুর রহমানকে গ্রেফতার করে। তাহার স্বীকারোক্তিতে জানা যায়, সে প্রশ্নপত্র ফেনী হইতে সংগ্রহ করিয়াছে। ইহাছাড়াও সে প্রশ্নপত্র ফাঁসের আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পুলিশের নিকট প্রকাশ করে বলিয়া পুলিশ সূত্রে জানা যায়। তদন্তের খাতিরে পুলিশ এই তথ্য প্রকাশ করে নাই।

পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রশ্নপত্র কম পাওয়া এক বিষয়ের প্রশ্নের প্যাকেটে অন্য বিষয়ের প্রশ্ন এবং মুদ্রণালয়ের কর্মচারীর নিকট হইতে প্রশ্ন প্রাপ্তির স্বীকারোক্তি সরকারী মুদ্রণালয় কর্তৃপক্ষের চরম অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় বহন করে বলিয়া অভিজ্ঞ মহল মনে করেন এবং মুদ্রণালয়ই প্রশ্নপত্র ফাঁসের মূল উৎস বলিয়া মতামত প্রকাশ করেন।